দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14/11/77 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

071

ট্রেনিং ও জনশক্তির ব্যবহার

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে। সমস্যাটা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়, শিল্পোন্নত দেশেও বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তবে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল একটি দেশে বেকারের সমস্যার একটা ভিন্ন রূপ আছে। এখানে বেকার বলতে আমরা সাধারণত শিক্ষিত বেকারই বুঝি। শিক্ষিত জনশক্তির কর্ম সংস্থানের জন্য পরিকল্পনাও নেয়া হয়। কিন্তু কর্মহীন না হয়েও দেশের একটি বিরাট সংখ্যক লোক বেকারের মতই জীবনযাপন করে।

বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতির দেশ। শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জন লোক কৃষিতে নিয়োজিত। অথচ আমাদের দেশের কৃষি সেক্টরে এই বিপুল জনশক্তির প্রয়োজন আছে কিনা, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জরিপ হয়নি। যুগ যুগ ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার জমিতে পুত্র কাজ করে যাচ্ছে। জমির পরিমাণ না বাড়লেও কর্মক্ষম হাতের সংখ্যা বেড়েছে। এই কর্মক্ষম জনশক্তি উদ্বৃত্ত কিনা আর উদ্বৃত্ত হলেও এর সংখ্যা কত সে হিসাব কোনদিন করা হয়নি। একটু চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে যে অর্থনীতির পরিভাষায় কৃষিতে একটি বিরাট সংখ্যক জনশক্তি উদ্বৃত্ত। একজনের জমিতে দুইজনের কাজ পাঁচজনে করায় মনে হয় কেউ বেকার নয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কৃষি কাজে নিয়োজিত একটি বিরাট সংখ্যক কৃষি কর্মী বেকার বা প্রচ্ছন্ন বেকার।

এই বেকারত্ব কী করে দূর করা যাবে? বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক কারণে এই জনশক্তিকে বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব নয়। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তিও ক্রমাগত বেকার সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই শিক্ষাবঞ্চিত জনশক্তিকে ব্যবহার করা যাবে কিভাবে।

এ নিয়ে একেবারে যে চিন্তা-ভাবনা করা হয়নি তা নয়। আগেও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এই শিক্ষাবঞ্চিত জনশক্তিকে নিম্নতম সাধারণ শিক্ষা দিয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োগের। এ ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন কলকারখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশের বিভিন্ন কলকারখানায় এক শ্রেণীর প্রকৌশলী আছেন। এরা মেশিন মেরামত থেকে যন্ত্রাংশ নির্মাণ অর্থাৎ সবকিছুই করে থাকেন। বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিলে এরা বিশেষজ্ঞের কাজ চালিয়ে নেন। বিশেষ করে দেশের চটকল ও কাপড়ের কলগুলোতে এই শ্রেণীর কর্মচারীরাই কারিগরের ভূমিকা পালন করেন।

কিন্তু এদের কোন ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী নেই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে বিভিন্ন কলকারখানায় এরা ওভারসিয়ার বা ইঞ্জিনীয়ার নামে পরিচিত। এবং সেই ভূমিকা পালন করছে দক্ষতার সাথে। এই কারিগরদের শিক্ষা হাতেকলমের শিক্ষা। এরা শিক্ষানবিস হিসাবে বিভিন্ন কলকারখানায় তিন মাস ছ'মাস বা এক বছর ট্রেনিং গ্রহণ করে। এই ট্রেনিং গ্রহণকালে তারা কলকব্জার কাছাকাছি থাকে। নাটবল্টু নাড়াচাড়া করে। একটি ভিন্ন পরিবেশে এদের সমগ্র ট্রেনিং কালটা কাটে। তাই সহজেই মেশিন চালানো বা যন্ত্রাংশ প্রস্তুতের কৌশল এরা রপ্ত করে। এদের ওপর নির্ভর করেই কলকারখানাগুলো চলে। আর একজন ইঞ্জিনীয়ার বা ওভারসিয়ারের বেতনের অনুপাতে এদের বেতন অনেক কম হওয়ায়, কম খরচেই কলকারখানাগুলো তাদের কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এ ব্যবস্থা স্বাধীনতার আগে আদমজী-ডাকেশ্বরী মিলসহ বিভিন্ন কলকারখানায় ছিল। এবং বহু বেকার তরুণের এইভাবে কর্মের সংস্থান হয়েছে। যে কোন কারণেই হোক, স্বাধীনতার পরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বহু কলকারখানায় এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ ১৯৭২ সালের অর্ডিন্যান্স অনুসারে প্রতিটি কলকারখানা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষানবিসদের শিক্ষা দিতে বাধ্য।

সম্প্রতি জানা গেছে এই ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টা, শিল্প উপদেষ্টা ও শ্রম উপদেষ্টা সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। একটি স্কীমও নাকি অনুমোদন করা হয়েছে। এই স্কীম অনুযায়ী বছরে দশ থেকে পনেরো হাজার তরুণকে ট্রেনিং দেয়া হবে।

এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কারণ শুধু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে জনশক্তির ব্যবহার নয়, বিদেশে জনশক্তির রফতানী সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সে জন্যই এই ধরনের শিক্ষানবিসদের ট্রেনিং দেয়া প্রয়োজন। কেননা বাইরে পাঠানো শ্রমশক্তি প্রত্যাশানুযায়ী দক্ষ না হলে বাইরে দুর্নাম হতে বাধ্য। দক্ষতার সার্টিফিকেট দেয়ার জন্য কতকগুলো ভুয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকার বুকে। এদের জন্যে বিদেশেও দুর্নাম হচ্ছে।

এ পরিস্থিতির অবসান প্রয়োজন। সম্প্রতি ইরানের সাথে চুক্তির প্রেক্ষিতে সরকারের উদ্যোগে শিক্ষানবিসদের ট্রেনিং দেয়াও জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই আমরা আশা করি, দেশে জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং বিদেশে জনশক্তি রফতানীর পথ সামনে রেখে এই শিক্ষানবিস ট্রেনিংয়ের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। এবং অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।